Report of the Board of Directors

পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন

পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্সালামু আলাইকুম।

এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ কোম্পানীর ষোলতম বার্ষিক সাধারন সভায় আপনাদের সাদর সম্ভাষন জানাচ্ছে এবং কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ ৩১শে ডিসেম্বর'২০১৫ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরনী আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছে।

সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আজকের বার্ষিক সাধারন সভায় পেশকৃত আর্থিক বিবরনীতে রয়েছে স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাব, নগদ প্রবাহের হিসাব বিবরনী, শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি ও নোটস্ টু একাউন্টস ছাড়াও তুলে ধরা হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সহ অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কিছু চিত্র এবং দেশের নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ও বীমা কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ পুঁজিবাজার ও কোম্পানীর শেয়ার এর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি।

বিশ্ব অর্থনীতি ও সম্ভাবনা ঃ

বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এলেও এখনও তা' সুসংহত হয়নি। মূলতঃ ২০১৫ইং সাল ছিল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি কঠিন সময় অতিক্রান্তের বছর। সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রায় চার দশক ধরে চীনের অর্থনীতি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করার পরও ২০১৫ইং সালে চীনের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতি গুরুতর ভাবে ধাক্কা খেয়েছে। অভিন্ন মুদ্রায় ইউরো গ্রহনকারী ইউরোপীয় দেশগুলো গ্রীসকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক বিপর্যয় কিছুটা এড়াতে পাড়লেও ইউরো জোনের অর্থনীতি এই সময়ে প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। এদিকে অর্থনীতিতে ভারত ও ভিয়েতনাম এর মতো কিছু দেশ বেশ চমক দেখালেও ২০১৫ইং সালেই ব্রাজিল মন্দার কবলে পড়ে এবং রাশিয়ায় পন্যমূল্য পতন সে দেশের অর্থনীতির ঔজ্বল্য কেড়ে নেয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫ সালে এসে ভেবেছিল ২০০৮ইং সালের সৃষ্ট মন্দা ২০১৫ইং সালে মধ্যে তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু তা' সম্ভব না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫ইং সালে তাদের মন্দার গতি যেনতেন ভাবে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছে।

এদিকে মন্দাত্তোর প্রবৃদ্ধির ধারার তুলনায় পুঁজি ও বিনিয়োগের ধীর গতির প্রবৃদ্ধি এবং বয়োজেষ্ঠ্য জনসংখ্যার (Aging Population) কারনে উন্নত অর্থনীতি সমূহের সম্ভাব্য উৎপাদন (Potential Output) সামান্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা' মধ্য মেয়াদে মন্দা পূর্ব অবস্থান থেকে কম হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিনিয়োগের স্থবিরতা এবং সার্বিক উৎপাদন উপকরনের উৎপাদনশীলতা (Total Factor Productivity) হ্রাসের কারনে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ সমূহে সম্ভাব্য উৎপাদন আরো কমে যেতে পারে। ২০১৪ইং সালে জ্বালানী তেলের বড় ধরনের মূল্য পতনের ফলে একদিকে যেমন সরবরাহ বাড়িয়ে অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করেছে, তেমনি আবার জ্বালানী তেল রপ্তানীকারক দেশ সমূহের বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে তা' বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রকাশনা সূত্র মতে ২০১৬ইং সালের বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশে দাঁড়াবার পূর্বাভাস দেওয়া হলেও ২০১৩ ও ২০১৪ইং সালে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশ এবং ২০১৫ইং সালে তা' দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশ।

এদিকে, বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশার চেয়ে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জন যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ধারাবাহিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাস ও ভোক্তার আস্থা ফিরে আসা প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল ভূমিকা রেখেছে। পক্ষান্তরে ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি এবং জাপানের প্রবৃদ্ধি ঋনাত্মক অবস্থা থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে।

বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৫ইং সালে হ্রাস পেয়েছে। বাজার অর্থনীতির বৃহৎ কয়েকটি দেশ ও তেল রপ্তানি কারক কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শ্লথ হওয়ায় এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি হ্রাসে মূল ভূমিকা রাখছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে যা' ২০১৪ইং সালে ছিল ৬.৮ শতাংশ, ২০১৫ইং সালে তা' হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৬ শতাংশ এবং ২০১৬ইং সালে প্রবৃদ্ধি গিয়ে দাঁড়াবে ৬.৪ শতাংশে।

এদিকে, বিনিয়োগে মন্থর গতির ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি হ্রাসের কারনে উৎপাদন ব্যবধান বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। একই সাথে জ্বালানী তেলের আকস্মিক দর পতন এবং অন্যান্য পন্যের মূল্য হ্রাসের কারনে উন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহের বিশেষ করে ইউরো অঞ্চল এবং জাপান মূল্য স্ফীতির হার ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার নীচে রয়েছে। একই কারনে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ সমূহের মূল্যস্ফীতিও হ্রাস পেয়েছে। বর্নিত এই মূল্যস্ফীতি হ্রাসে চীনের মূল্যস্ফীতি হ্রাস উল্লেযোগ্য ভাবে ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও তা' সুসংহত রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। জ্বালানী তেলের ব্যাপক মূল্য হ্রাসে বৈশ্বিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এর সরবরাহ হ্রাসের অভিঘাত (Oil Supply Shock) তেলের মূল্য বাড়াতে পারে । এছাড়া প্রধান প্রধান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির নিম্নমূখী ঝুঁকির কারন হতে পারে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা। অপরদিকে, আর্থিক বাজারের অনুকূল অগ্রগতি সত্ত্বেও আর্থিক ব্যবস্থায় বিরাজমান আস্থার ঘাটতি আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা অর্জনের ঝুঁকির কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ইউরো অঞ্চলের এবং জাপানের অর্থনীতির স্থবিরতা এবং অতি নিম্ন মূল্যস্ফীতির কারনে অভ্যন্তরীন চাহিদা হ্রাসের ঝুঁকি এখনও বাজায় রয়েছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি ও সম্ভবনা ঃ

সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতাবস্থা বজায় রেখে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশে বিচরন করছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত মূদ্রানীতি, সূদের হার হ্রাস, টাকার বিনিময় হারে স্থিতি, উদ্বৃত্ত বানিজ্যিক ভারসাম্য, স্বল্প রাজস্ব ঘাটতি এবং বৈদেশিক মূদ্রার সন্তোষজনক রিজার্ভ সহ বেশ কিছু শক্তিশালী অনুকূল নিয়ামকের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সবগুলো সূচক ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। বিশেষ করে বাজার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া, বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস পাওয়া এবং রপ্তানী হ্রাস সহ বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার মত চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হয়েছে।

এদিকে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের শুরুতে বাজেট ঘোষনাকালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি) এর প্রবৃদ্ধি ৭% প্রাক্কলন করা হলেও চলতি অর্থ বছরের জুলাই হতে মার্চ পর্যন্ত ৯ (নয়) মাসের অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি বিশ্লেষন করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলিক হিসাবে জি ডি পি প্রবৃদ্ধি ৭.৫% অর্জিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক এই হিসাব প্রাক্কলন কালে বলা হয়েছে যে, ২০০৬-০৭ এর পর দেশে এবারই জি ডি পি'র প্রবৃদ্ধি ৭% ছাড়িয়ে যাবে এবং মাথা পিছু আয় বর্তমানের ১ হাজার ৩১৬ মর্কিন ডলার হতে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে।

অন্যদিকে, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছর শেষে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ৬.৭% হবে বলে পূর্বাভাষ প্রদান করা হলেও দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ৬.৭% প্রবৃদ্ধি অর্জনের এই প্রাক্কলনকে অবাস্তব উচ্চাশা বা আনরিয়েলিস্টিক হাই বলে মনে করছেন।

এদিকে, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৭.৫% জি ডি পি প্রাক্কলনের সাথে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ দ্বিমত পোষন করে বলেন যে, গত কয়েক বছরের বিনিয়োগের বিপরীতে উৎপাদন প্রবনতা বিচার করলে জি ডি ডি প্রবৃদ্ধি এবার ৬.৭৪ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা নয়। তাদের মতে একমাত্র রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ছাড়া মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি, প্রবাসী আয় সহ প্রায় সব খাতই স্থবির।

কিন্তু পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতেই জি ডি পি'র সাময়িক প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং এই প্রাক্কলনে চলতি অর্থ বছরের শিল্প ও সেবা খাতে আগের চেয়ে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি কমবে বলে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব পর্যালোচনায় জুলাই হতে মার্চ পর্যন্ত খাতওয়ারী যে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই জি ডি পি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং যে সব খাতের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়নি, সে সব খাতের ক্ষেত্রে গত বছরের প্রবনতাকে বিবেচনায় এনেই হিসাব করা হয়েছে।

এদিকে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জি ডি পি'র প্রবৃদ্ধি ৭.৬% উন্নীত হওয়ার পর পরবর্তী বছর সমূহে তা' ৬ শতাংশের ঘর হতে বেরিয়ে আসতে না পারলেও দেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ও প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষনে চলতি অর্থ বছরে জি ডি পি প্রবৃদ্ধি ৭% অতিক্রমের রেকর্ড অর্জন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। যেখানে দেশের জি ডি পি প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৬.৫১% এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৬.০৬ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ছিল ৬.০১%।

দেশের প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসা বানিজ্যের সক্রিয় পরিবেশ দরকার। এছাড়া নতুন মূসক বা ভ্যাট আইন কার্যকর, ভূমি রেকর্ড ও ভূমি হাত বদল ব্যবস্থা, রপ্তানি বাধা দূর, তেল ও বিদ্যুৎতের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা শক্তিশালী করার দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে মধ্যমেয়াদী করনীয় হিসাবে মধ্যমেয়াদী বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি বানিজ্যিক অবকাঠামোর ঘাটতি দূর করতে হবে। স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সবগুলো সূচক ইতিবাচক রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা সমুন্নত রেখে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও দেশের অভ্যন্তরীন বাজার চাহিদা, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি, সরকারী-বেসরকারী অংশিদারের (পি পি পি) অগ্রগতি এবং সরকারে প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা আরো বাড়ানো গেলে দেশে অর্থনীতি আরো গতি সঞ্চার হবে।

এদিকে, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপনকালে অভিমত ব্যাক্ত করে যে, এই সময় বাংলাদেশের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়াবে ৬.৯% এ। তবে প্রবৃদ্ধির এই গতি ধরে রাখতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাগবে। কারন অভ্যন্তরীন শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জি.ডি.পি'র দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে ২২.০৯ শতাংশ ও ২৯.২৩ শতাংশ। এক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছিল যথাক্রমে জি.ডি.পি'র ২২.৩০ শতাংশ ও ২৯.০১ শতাংশ। কিন্তু জি.ডি.পি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় গত বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় সঞ্চয় কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে, বেসরকারী বিনিয়োগ জি.ডি.পি'র শতকরা হার প্রায় অপরিবর্তীত রয়েছে। তবে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতিঃ

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য সহ অন্যান্য পন্য মূল্য হ্রাস পাওয়া এবং অভ্যন্তরীন উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সার্বিক মূল্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী বছরের ৬.৭৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭.৩৫ শতাংশ। এই সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা উর্ধ্বমূখী হলেও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রবনতা নিম্নমূখী ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের শুরু হতে খদ্যের মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেলেও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমূখী চাপ পরিলক্ষিত হয়। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত অস্থিরতা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং সতর্ক মূদ্রানীতি অনুসরনের ফলে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ঃ

দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি অনেকেটাই স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে । ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যায় পূর্বের বছর গুলো হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় । অন্যদিকে চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ন্যায় পূর্বের বছর গুলো হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে । দেশের দুইটি স্টক এক্সচেঞ্জেই সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের আকারও বৃদ্ধি পেয়েছে ।

এদিকে, পুঁজিবাজার শক্তিশালী করনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা সহ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রনয়ন/সংশোধন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে । যা' নিম্নে বিবৃত হলো ঃ

১) তালিকাভূক্ত কোম্পানী সমূহের Special Audit এর নীতিমালা সংযোজন করে Securities and Exchange Rules 1987 সংশোধন করা হয়েছে ।

২) আই.পি.ও-তে আবেদনকৃত কোম্পানীর সম্পদ মূল্যায়নের নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে ।

৩) Securities and Exchange Ordinance 1969 Gi Section 2 CC প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন আই. পি.ও, রাইট ইস্যূ অব ক্যাপিটাল বিষয়ে কন্ডিশন যুক্ত করে নোটিফিকেশন জারী করেছে ।

৪) Securities and Exchange Ordinance 1969 Gi Section 20 (A) এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহের আদায়কৃত ক্ষতির বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন সংরক্ষন বিষয়ে কমিশন নির্দেশনা জারী করেছে ।

৫) CSE & DSE (Listing) Regulation'2015 জারীকরন ।

মূদ্রা ও আর্থিক খাত ঃ

দেশে মূদ্রানীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক অন্তর্ভূক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব সতর্ক মূদ্রানীতি অনূসরন করা হচ্ছে । এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মূদ্রানীতিতে ঋন ও অর্থায়ন নীতি কৌশল প্রয়োজনমত ব্যবহার করছে এবং উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋন যোগানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।

এদিকে, রিজার্ভ মূদ্রার প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সংকীর্ন মূদ্রা এবং ব্যাপক মূদ্রার প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে । অন্যদিকে জনসাধারনের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও ব্যাংক বহির্ভূত মূদ্রার প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক হ্রাসের ফলে সংকীর্ন মূদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস ঘটেছে ।

অন্যদিকে, মেয়াদী আমানতের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের ফলেও সার্বিক ভাবে ব্যাপক মূদ্রার প্রবৃদ্ধি কমেছে । এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও নীট অভ্যন্তরীন সম্পদের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রিজার্ভ মূদ্রার প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে । এদিকে, ব্যাংক গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকী করনে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যানিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে সময় সময় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে ।

এছাড়া উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তাঋন ও এস এম ই ঋন ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের Intermediation Spread নিম্নতর এক অংক (Lower Single Digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

সম্ভাবনা ঃ

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীন পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশে Medium Term Macroeconomic Frame Work-MTMF 2016-2018 প্রনীত হয়েছে। এই মধ্য মেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা' বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭.২ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছর নাগাদ ৭.৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বিনিযোগ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জি.ডি.পি'র ২৯.০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জি.ডি.পি ৩০.১ শতাংশে দঁড়াবে। বিনিয়োগের এই ধারা অব্যাহত রেখে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জি.ডি.পি ৩১.০ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জি.ডি.পি ৩১.৮ শতাংশে বিনিয়োগ উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF)-এ জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তাবয়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া কৃষিখাতে লক্ষ্যভিমূখী ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, রেমিটেন্স এর প্রবাহ আশানুরুপ রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন এবং অভ্যন্তরীন চাহিদার ব্যাপকতা ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সন্তোষজনক বাস্তবায়ন, অনুউৎপাদনশীল খাতে ঋন সরবরাহ নিরুসাহিত করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋনের যোগান নিশ্চিত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ এই সময়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমত্রা অর্জনে অবদান রাখবে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক রাজনীতির প্রভাবে বেসরকারী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং রাজস্ব খাতে এবং আর্থিক ও মূদ্রা খাতের নানামূখী সংস্কার ব্যবসা ও বিনিয়োগে আস্থা ফিরিয়ে আনা মধ্য মেয়াদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এশিয়া ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার ও এর মালিকানা এবং শেয়ার প্রতি আয়, নীট সম্পদ মূল্য ও বছর ভিত্তিক লভ্যাংশ ঘোষনা ঃ

পুঁজিবাজারের মৌলভিত্তি বিবেচনায় বিনিয়োগকারীগন মূলতঃ লাভজনক শেয়ারেই তাদের অর্থ বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে থাকেন।

এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার শেয়ারহোল্ডারগনের জন্য লভ্যাংশ ঘোষনার ধারাবাহিকতা, শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য ও কার্যক্রম প্রসূত নগদ প্রবাহ এবং সাধারন সঞ্চিতি ও শেয়ার প্রতি আয়ের বিপরীতে বাজার মূল্য বিবেচনায় কোম্পানীর শেয়ারটি সচেতন বিনিয়োগকারীদের কাছে পছন্দনীয় এবং আকর্ষনীয় একটি শেয়ার। কোম্পানীর শেয়ারের প্রতি শেয়ারহোল্ডারগনের মাঝে বিদ্যমান আস্থাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য দেশের বীমা বাজারে বিধ্যমান নানাবিধ অসুস্থ কার্যক্রমের মাঝেও এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর পরিচালনা পরিষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কোম্পানীর প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কোম্পানীর শেয়ার বিনিয়োগকারী শেয়ারহোল্ডারগনের স্বার্থ সংরক্ষন।

এদিকে, কোম্পানীর শেয়ার আই.পি.ও তে যাওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব অনুযায়ী ২৫শে জুন'২০০৯ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন শুরুর দিন হতে অদ্যবধি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততার হিসাবে ২০০৯ হতে ২০১৫ইং পর্যন্ত প্রতি বছরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের কার্যদিবস শেষে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বর্নিত বছর ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা নিন্মরুপ

বছর	শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা (৩১শে ডিসেম্বর তারিখে)
২০০৯	২,১৬৪
২০১০	৭,৭৭৬
২০১১	১০,১০৯
২০১২	৯,৬০১
২০১৩	১০,২৯৬
২০১৪	৮,৯৭৬
২০১৫	৭,২৮৬

অপরদিকে ২০১৫ইং সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের শেয়ার সংখ্যা ২০১৪ সালের ন্যায় ৪,৭০,৬৯,৮৫৮ টি তে স্থিত রয়েছে যা' ২০১৩ইং সালে ছিল ৪,৪৮,২৮,৪৩৭টি।

কোম্পানীর শেয়ার সংখ্যার ভিত্তিতে বছর ভিত্তিক শেয়ার প্রতি আয় ও নীট সম্পদ মূল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কোম্পানীর বছর ভিত্তিক শেয়ার প্রতি আয় নিম্নরূপ ঃ

বছর	শেয়ার প্রতি আয়	
২০০৯	৩১.১৯	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০০/- টাকা)
২০১০	১১.৯৯	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১১	১.৪৮	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১২	১.৬৪	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৩	১.৯৩	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৪	১.১০	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৫	১.২১	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)

কোম্পানীর শেয়ারের বছর ভিত্তিক নীট সম্পদ মূল্য নিম্নরূপঃ

বছর	শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য	
২০০৯	১৬৯.০০	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০০/- টাকা)
২০১০	২৭.০০	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১১	২৬.২৮	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১২	১৮.২১	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৩	১৮.৩২	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৪	১৭.১১	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৫	১৭.২৮	(শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)

এদিকে ২০০০ইং সালে কোম্পানীর ব্যবসায়িক কার্যক্রম হতে ২০১৪ইং সাল পর্যন্ত অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে পরিশোধিত মূলধনের পরিমানও উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে বাড়লেও ২০১৪ইং সালের নিরীক্ষিত হিসাবের ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগনকে শুধুমাত্র নগদ লভ্যাংশ প্রদান করায় কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ২০১৫ইং সালেও ২০১৪ইং সালের ন্যায়ে অপরিবর্তীত রয়েছে।

নিম্নে ২০০৮ইং সাল হতে ২০১৫ইং সাল পর্যন্ত কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমান দেখানো হলো ঃ

বছর	অনুমোদিত মূলধন	পরিশোধিত মূলধন
২০০৮	৩০,০০,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০
২০০৯	৩০,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০
২০১০	১,০০,০০,০০,০০০	১৬,৫০,০০,০০০
২০১১	১,০০,০০,০০,০০০	৩৭,১২,৫০,০০০
২০১২	১,০০,০০,০০,০০০	৪২,৬৯,৩৭,৫০০
২০১৩	১,০০,০০,০০,০০০	৪৪,৮২,৮৪,৩৭০
২০১৪	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০
২০১৫	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০

অপরদিকে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর হতে অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগনকে যে লভ্যাংশ প্রদান ও ঘোষনা হয়েছে তা' নিম্নে বিবৃত হলো।

বছর	নগদ লভ্যাংশ	মূলধনী লভ্যাংশ	মোট লভ্যাংশ
২০০০	৫%	–	৫%
২০০১	৭%	–	৭%
২০০২	৮.৫০%	–	৮.৫০%
২০০৩	১০%	–	১০%
২০০৪	১০%	–	১০%
২০০৫	১২%	–	১২%
২০০৬	১২%	–	১২%
২০০৭	১৫%	–	১৫%
২০০৮	১৬%	–	১৬%
২০০৯	–	১০%	১০%
২০১০	২৫%	২৫%	৫০%
২০১১	১৫%	১৫%	৩০%
২০১২	১০%	৫%	১৫%
২০১৩	১৫%	৫%	২০%
২০১৪	১০%	–	১০ %
২০১৫(সুপারিশ কৃত)	১০%	–	১০ %

বীমা শিল্প এবং বাংলাদেশের বর্তমান বীমা বাজারের পরিস্থিতি ঃ

বীমা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ।প্রাচীনকাল হতে বিশ্বব্যাপী বীমার ধারনা বিদ্যমান এবং বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির বীমা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। তবে বীমা শিল্প সম্পর্কে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যে দৃষ্টি ভঙ্গি কাজ করছে, তা' নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে স্বপ্ন ও সম্ভবনাকে সামনে নিয়ে বীমা শিল্পের পূনঃযাত্রা শুরু হয়, তা' অদ্যবধি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার স্বল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠী মাত্র বীমা বিষয়ে সচেতন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বীমা বিষয়ক কোন ধারনাই নেই এবং এই বিষয়ে মানুষের জানার পরিধিও সীমিত। অদ্যবধি বীমা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য

কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় সাধারন মানুষতো বটে, এমনকি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তথা বিশিষ্টজনের মাঝেও বীমা বিষয়ক নেতিবাচক ধারনা বিদ্যমান।

দেশের বীমা খাত দীর্ঘ অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকার পর বর্তমান সরকারের বিগত শাসনামলে দেশের বীমা সেক্টর সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহন করে যুগোপযুগী বীমা আইন 'বীমা আইন-২০১০' প্রনয়ন করা হয় এবং বীমা সেক্টরটি বানিজ্য মন্ত্রনালয় হতে অর্থ মন্ত্রনালয়ে স্থানান্তর করা হয়। পাশাপাশি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ আইন'২০১০ এর অধীন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ (আই.ডি.আর.এ) গঠনের মধ্য দিয়ে পর্যায় ক্রমে বীমা খাতে সু-শৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলতার লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘ দিনের অবহেলিত এই বীমা শিল্পের যাবতীয় সমস্যা দূরীকরনে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যান্ত ব্যাপক এবং আইনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ যথারীতি তাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। দেশের বীমা শিল্প এবং শিল্পের বাজার দেশের অর্থনীতি বান্ধব গ্রাহক বান্ধব এবং এর পাশাপাশি এই শিল্পে চাকুরীরত হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী বান্ধব করে গড়ে তুলতে আই.ডি.আর.এ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমিয়ে এনে অবৈধ লেনদেন বন্ধের পাশাপাশি দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করেছে। মূলতঃ এই শিল্পকে সামগ্রিক ভাবে উন্নত ও নির্দিষ্ট কাঠামোয় ফিরিয়ে আনতে আই.ডি.আর.এ পর্যায় ক্রমে আইন ও বিধি বিধান প্রনয়ন করে বীমা শিল্পে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক পর্যায়ে পৌছতে পেরেছে। তবে আই.ডি.আর.এ-এর জনবল সংকট দূর করে যদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তা' হলে দেশের বীমা বাজারে বিদ্যমান বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে নজরদারী বাড়ানোর পাশাপাশি প্রনীত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বীমা সেক্টরে জবাবদিহিতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যা' গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করনের পাশাপাশি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের জন্য গ্রাহক চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন বীমা পরিকল্পনা প্রনয়ন করে বীমা ব্যবসার বাজার সম্প্রসারনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের বীমা বাজারে নন-লাইফ ও লাইফ এই দুই ধরনের বীমা ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। দুইটি রাষ্ট্রয়াত্ব বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য সাধারন বীমা কর্পোরেশন বাংলাদেশে স্ব স্ব ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। তবে এর মাধ্যে সাধারন বীমা কর্পোরেশন নন-লাইফ বীমা ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি পূনঃবীমা করনের দায়িত্বেও রয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ব এই দুইটি বীমা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ১৯৮৬ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪ (চার)টি পর্যায়ে মোট ৭৫টি বীমা কোম্পানী বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৪৫টি বেসরকারী নন-লাইফ তথা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এবং ৩০টি বেসকারী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী।

অন্যদিকে, বেসরকারী বীমা কোম্পানী সমূহের জন্য একক কোন সার্ভিস রুলস্ বা বেতন স্কেল না থাকলেও প্রতিটি কোম্পানীর স্ব স্ব পরিচালক পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন অনুযায়ী নিজস্ব সার্ভিস রুলস্ ও নিজস্ব বেতন স্কেলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে বীমার দায় গ্রহন সহ বাজার হতে বীমা ব্যবসা আহরনে স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে। তবে আই.ডি.আর.এ কর্তৃক লইসেন্স প্রাপ্ত বীমা এজেন্টগন আইন দ্বারা নির্ধারিত কমিশনে বাজার হতে বীমা ব্যবসা আহরনে সম্পৃক্ত রয়েছে।

এক নজরে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ঃ

'এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' তৃতীয় প্রজন্মের একটি নন-লাইফ তথা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী। কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর অধীনে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ৩০শে এপ্রিল'২০০০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রারার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ হতে নিবন্ধন প্রাপ্তির পর একই বছরের ৩০শে মে তারিখে তদানীন্তন বীমা অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে বংলাদেশে সাধারন বীমা ব্যবসা শুরু করে। পরবর্তীতে ৩০শে মার্চ'২০১১ইং বর্নিত ব্যবসা অব্যাহত রাখার জন্য আইন অনুযায়ী নব গঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ হতে নন-লাইফ বীমা ব্যবসা করার লাইসেন্স নবায়নের সনদ গ্রহন করে।

২০০০ইং সালে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুকালে ৬ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধনে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ১০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনে এশিয়া ইন্সুরেন্স এর পরিশোধিত মূলধন ৪৭,০৬,৯৮,৫৮০/- টাকা। এর মধ্যে উদ্যোক্ত অংশের ১০/- মূল্যমানের ১,৯৫,৬৩,৭৮৮টি শেয়ারের পরিশোধিত মূলধন ১৯,৫৬,৩৭,৮৮০/- টাকা এবং জনগনের অংশের ২,৭৫,০৬,০৭০ টি শেয়ারের পরিশোধিত মূলধন ২৭,৫০,৬০,৭০০/- টাকা।

আধুনিক ও যুগোপযোগী বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এই কোম্পানীর রূপকল্প। এই কোম্পানীর রূপকল্প বাস্তবায়নে কোম্পানীতে কর্মদক্ষতা ও গ্রাহক সেবার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করনের পাশাপাশি বীমা গ্রহীতাদের আস্থা অর্জন ও তাদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের বীমা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে এই কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য।

অর্জন ঃ কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনার সকল অপারেশনাল ব্যয় নির্বাহ সহ শেয়ার হোল্ডারগনকে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পর হতে ধারাবাহিক ভাবে সন্তোষজনক হারে লভ্যাংশ প্রদানের পর বর্তমানে কোম্পানীর মোট সম্পদের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৫৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

অপরদিকে ঢাকার বাংলা মোটরের 'রুপায়ন ট্রেড সেন্টার' এ কোম্পানীর ক্রয়কৃত ২১৫০৭ বর্গফুটের অফিস স্পেস সহ ৬টি কার পার্কিং স্পেস এর মালিকানা সহ কোম্পানীল অনুকূলে দলিল রেজিষ্ট্রি হওয়ায় বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় কোম্পানীর সম্পদের আর্থিক মূল্যমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানব সম্পদ ও কর্মী নিয়োগ রীতি ঃ

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কোম্পানীর মানব সম্পদ উন্নয়নে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহন উন্নত ও নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ও উদ্বুদ্ধ কর্মী বাহিনী তৈরি ও ধরে রাখা।

অত্র কোম্পানী লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, জাতীগত পরিচয়, ধর্ম নির্বিশেষে সকল কর্মীদের সমানাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিঙ্গাবদ্ধ থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডে সকলকে অন্তর্ভূক্ত করার বিশ্বাসী এবং কর্মীদের বৈচিত্রময়তাকে মূল্য দিয়ে থাকে।

এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও নির্বাচন, প্রশিক্ষন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন, নমনীয় কর্ম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, প্রসার ও নৈপূন্য মূল্যায়নে কোম্পানীতে সবার জন্য সম দৃষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি ঃ

নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা ও বীমা গ্রহীতাদের উপযুক্ত সেবা প্রদান আরও শক্তিশালী ও নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানীতে কার্যকর ও যথাযথ একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহনের পাশাপাশি কোম্পানীর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ও উন্নয়নের জন্য কোম্পানীতে নতুন Software installation সহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

ক্রেডিট রেটিং ঃ

বিগত বছরের ন্যায় ২০১৫ইং সালেও কোম্পানী **A+** ক্রেডিট রেটিং প্রাপ্তিতা অক্ষুন্ন রেখে কোম্পানী বীমা দাবী পরিশোধ (CPA) এর সক্ষমতা নিশ্চিত করেছে। এক নজরে বীমা দাবী পরিশোধ (CPA) এর সক্ষমতার ভিত্তিতে বিগত পাঁচ বছরের

ক্রেডিট রেটিং নিম্নরুপ ঃ

২০১৪	ঃ'A+'
২০১৩	ঃ'A+'
২০১২	ঃ'A+'
২০১১	ঃ'A'
২০১০	ঃ'A'

কোম্পানীর বীমা পলিসি ও সেবা ঃ

কোম্পানীর বীমা পলিসি সমূহের মধ্যে, অগ্নি, নৌ কার্গো, নৌ হাল, মোটর ও বিবিধ বীমা পলিসি কেন্দ্রিক বীমার দায় গ্রহন সহ বীমা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বীমার ঝুকি ও ঝুকি ব্যবস্থাপনা ঃ

বীমাকারী হিসাবে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড বীমা গ্রহীতাদের সম্পদের অনিশ্চিত ঝুকি সমূহের নিরাপত্তা বিধানে বীমা অংক ও ক্ষতির পরিমান এবং আবরিত ঝুকির বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা রেখেছে।

ঝুকি ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। যাতে বীমাগ্রহীতা তাঁর বীমাকৃত সম্পদের ঝুকি এড়ানোর সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে, সে বিষয়ে বীমাকারী হিসাবে অত্র কোম্পানী ঝুকি গ্রহনের আগে যথাযথ পরিদর্শন কার্য সম্পাদন করে বীমা ঝুকি গ্রহন করে থাকে এবং কোম্পানী যথাযথ পূনঃবীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বীমা ঝুকি স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে কোম্পানী হতে বীমার কভারেজ বলবৎ থাকা পর্যন্ত সম্পাদের ঝুকি এড়ানোর বিষয়ে বীমা গ্রহীতাকে কার্যকর পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোম্পানীর হিসাবের চলমান প্রক্রিয়া ঃ

এ বিষয়ে অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্নিত নিরীক্ষিত হিসাবের ১.২.৭নং Note এ বিস্তারিত বিবৃত আছে।

সিএসআর কার্যক্রম ঃ

সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় কোম্পানী বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী ত্রান তহবিল সহ আই.ডি.আর.এ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশানের চাহিদা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।

এদিকে, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ডি এম সি বার্ন ইউনিট, পেট্রোল বোমা (হিসাবঃ বিআইএ), অগ্নি দগ্ধ (হিসাবঃ আই. ডি.আর.এ), প্রধানমন্ত্রী ত্রান তহবিল (রানা প্লাজা ধ্বস), বাংলাদেশ গেমস্, আই.সি.সি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, ফার্ষ্ট সার্ক ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরস্ কনফারেন্স-এ আর্থিক অনুদান প্রদান করে সিএসআর এর কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে।

প্রশাসনিক তথ্যাদি ঃ

কর্মকর্তা-কর্মচারী ঃ ৩০১ জন

বীমা এজেন্ট ঃ লাইসেন্স প্রাপ্ত ২৯ জন এবং লাইসেন্স এর জন্য অপেক্ষমান ০৯ জন
(৩১/৩/২০১৬ এর হিসাব মতে)।

শাখা ঃ ২১টি।

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন সহ প্রশিক্ষন প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষন গ্রহণকারী ৩০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪ (চার) জন এ.বি.আই.এ ডিগ্রীধারী কর্মকর্তা রয়েছেন।

মোটর ভ্যাহিকেল ঃ কোম্পানীতে ০১ (এক) টি জিপ গাড়ী ও ২৪ (চব্বিশ) টি মোটর কার এবং ০৮ (আটি) টি মোটর সাইকেল রয়েছে। যার ক্রম অবচয় বাদে ৩১শে ডিসেম্বর'২০১৫ইং, তারিখে সর্বমোট মূল্য দাঁড়িয়েছে ২,০১,৩৫,৪৩৮/- টাকা ।

এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর ২০১২,২০১৩ ও২০১৪ সালের বীমা ব্যবসার মূল পরিসংখ্যান সমূহ (লক্ষ টাকায়) নিম্নরূপ ঃ

বিবরন	২০১২	২০১৩	২০১৪
গ্রস প্রিমিয়াম	৩১৯৫	৩১৬৩	৪০২১
নীট প্রিমিয়াম	১৮৭১	১৭৩২	২৪২২
(ক) অগ্নি	৪৪৮	৫৩২	৬৯২
(খ) নৌ	১০৭৮	৮৪১	১২৭৪
(গ) মোটর	২০৯	১৯৮	২২২
ঘ) অন্যান্য	১৩৬	১৬১	২৩২
(১) গ্রামীণ বা সামাজিক খাতের বীমার পরিমান (ক্ষুদ্র বীমা)			
(২) স্বাস্থ্য বীমা			
পলিসির সংখ্যা	১২০৮৪	১১৭৩৫	১৫৮৭০
এজেন্টের সংখ্যা	৮০	৪৫	৪৮
(ক) নারী এজেন্ট	২৭	২০	২০
(খ) পুরুষ এজেন্ট	৫৩	২৫	২৮
বীমা দাবীর সংখ্যা	২১০	১৯১	২২০
(ক) নিষ্পত্তিকৃত বীমা দাবির সংখ্যা	১৪২	৯৪	১৩৩
(খ) অনিষ্পত্তিকৃত বীমা দাবির সংখ্যা	৬৮	৯৭	৮৭
বীমা দাবীর পরিমান	২১১৩	২১৩৩	২৩২৪
(ক) নিষ্পত্তিকৃত বীমা দাবির পরিমান	৪৩৬	২১৮	১৩৮৩
(খ) অনিষ্পত্তিকৃত বীমা দাবির পরিমান	৯৫৭	৮৮৮	৯৪১
খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ			
(ক) সরকারি সিকিউরিটিজ (বন্ড)	১১০	২৭০	২৫০
(খ) এফডিআর	৫৯০১	৫৭৮২	৬০৮১
(গ) স্থাবর সম্পত্তি	৩৪০	৩৩৯	৩৫৪
(ঘ) শেয়ার ও ডিভেঞ্চার	২৭৮৪	২৫৮০	২৬২০
(ঙ) অন্যান্য			
বিনিয়োগ আয় ও অন্যান্য আয়	৮৬৭	৯১৬	১২০৫
রিজার্ভ	১৯০৪	২৩৪২	২১৮৬
মোট সম্পদ	১৩৮০৩	১৪৪২৮	১৪৬২৪
মোট ব্যয়	২০৩৭	১৮৩৪	৪২৭১
(ক) কমিশন	৪২৫	৪৩৬	৫৯৩
(খ) ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১১৭৬	১১৮০	১৩১৬
(গ) অন্যান্য ব্যয় (দাবী)	৪৩৬	২১৮	২৩৬২
মোট প্রদানকৃত আয়কর (প্রভিশনাল)	৩৭২	৪৭২	১০৪
নীট মুনাফা	১০৭৪	১৩৩৩	৬২০
ইপিএস (টাকা/শেয়ার)	১.৫৬	১.৯৩	১.১০

অপরদিকে কোম্পানীর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের তুলনামূলক ব্যবসয়িক তথ্য উপাত্ত নিম্নরূপ ঃ

প্রিমিয়াম আয় ঃ

কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ২০১৫ইং সালে ৪৫,৩৬,৪৮,৮৭৬/- টাকা। যা' ২০১৪ইং সালে ছিল ৪০,২১,৭১,০২৬/- টাকা।

বিনিয়োগ ঃ

সরকারী ট্রেজারী বন্ড, ব্যাংক সমূহে স্থায়ী ও মেয়াদী আমানত, অফিস স্পেস ক্রয় এবং শেয়ার বাজারে তালিকা ভূক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই কোম্পানীর বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের গৃহীত বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ২০১৫ইং সালে বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ১,১২,২৫,৩৭,১৮১/- টাকা। যা' ২০১৪ইং সালে ছিল ১,০৯,৪৯,৮৬,১০১/- টাকা।

আয়কর খাতে প্রদান ঃ

কোম্পানী আয়কর খাতে প্রদানের জন্য ২০১৫ইং সালে ২,১১,১৭,৯৭৪/- টাকা সঞ্চিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা' ২০১৪ইং সালে রাখা হয়েছিল ১,০৪,১১,৬১৯/- টাকা।

করপূর্ব মুনাফা ঃ

২০১৫ইং সালে কোম্পানীর কর পূর্ব মুনাফার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৭,৮১,৫৪,০০৪/- টাকা। যা' ২০১৪ইং সালে ছিল ৬,২০,৬০,৯৬২/- টাকা।

উপরোক্ত আলোকে ২০১৫ইং সালে কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের চালচিত্র নিম্নে বিবৃত হলো ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম	বিষয়	অগ্নি	নৌ	মটর	বিবিধ	মোট ২০১৫
০১	গ্রস প্রিমিয়াম আয়	১৮৮০	১৭৭৪	৩১০	৫৭২	৪৫৩৬
০২	সমর্পিত পূনঃ বীমা	৮৮৪	৩৪০	১৬	২১৪	১৪৫৪
০৩	পূনঃ বীমা কমিশন	৩৬২	৯২	৩	৩৯	৪৯৬
০৪	নীট প্রিমিয়াম	৯৯৬	১৪৩৪	২৯৪	৩৫৭	৩০৮১
০৫	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৮২২	৭৬৪	১৩৩	২২৮	১৯৪৭
০৬	অবলিখন মুনাফা	(৩১৬)	৬২০	২৯	৮৮	৪২১
০৭	অনুত্তীর্ন ঝুকির জন্য সংরক্ষিত	৩৯৮	৫৭৫	১১৮	১৪৩	১২৩৪
০৮	দাবী পরিশোধ (গ্রস)	১০০৩	৩৯৮	১১৮	৩৪	১৫৫৩
০৯	দাবী পরিশোধ (নীট)	৭২৯	৮০	১০৫	৩২	৯৪৬
১০	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (পি/এল)	--	--	--	--	১৭১
১১	বিনিয়োগকৃত আয়	--	--	--	--	৭৩৯
১২	অস্বাভাবিক খাতে সংরক্ষিত	-	-	-	-	১৫০
১৩	কর পূর্ব নীট মুনাফা	-	-	-	-	৭৮১
১৪	আয়কর সঞ্চিতি	-	-	-	-	২১১
১৫	কর বাদে নীট মুনাফা	-	-	-	-	৫৭০

এর পাশাপাশি ২০১১ইং সাল হতে ২০১৪ইং সাল পর্যন্ত কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র নিম্নে বিবৃত হলো (হিসাব লক্ষ টাকায়) ঃ

ক্রম	বিষয়	মোট ২০১১	মোট ২০১২	মোট ২০১৩	মোট ২০১৪
০১	গ্রস প্রিমিয়াম আয়	৩০০২	৩১৯৫	৩৪১৫	৪০২২
০২	সমর্পিত পূনঃ বীমা	১০৫৫	১৩২৫	১৪৩১	১৬০০
০৩	গ্রহনকৃত পূনঃ বীমা	--	--	--	--
০৪	নীট প্রিমিয়াম	১৯৪৬	১৮৭১	১৯৮৪	২৪২২
০৫	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৫৯১	৬৭৮	৭৬০	১১৯৬
০৬	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (পি/এল)	৬৪৪	৪৯৮	৪২০	২৬৪
০৭	অবলিখন মুনাফা	৮৩২	৭০৪	৮৩৭	(৩২১)
০৮	দাবী পরিশোধ (গ্রস)	৯৮৯	১৪৫৫	১৩০৫	১৫৭৬
০৯	দাবী পরিশোধ (নীট) নিজস্ব	(৩৭৫)	১১৫৬	১২৭৭	১৩৮৩
১০	বিনিয়োগকৃত আয়	৩৬৭	৮৬৭	৯১৬	১২০৬
১১	অনুত্তীর্ন ঝুকির জন্য সংরক্ষিত	৭৭৯	৭৪৮	৬৯৪	৯৭১
১২	অস্বাভাবিক খাতে সংরক্ষিত	১৯৫	১৮৭	১৭৩	-
১৩	কর পূর্ব নীট মুনাফা	৬১৪	১০৭৪	১৩৩৩	৬২১
১৪	আয়কর সঞ্চিতি	১৭৬	৩৭৩	৪৬৮	১০৪
১৫	কর বাদে নীট মুনাফা	৪৩৮	৭০০	৮৬৫	৫১৬

অন্যদিকে ২০১৫ইং সালের নিরীক্ষবিহীন ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরনী ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরনীর প্রধান প্রধান বিষয়ের পরিসংখ্যান নিম্নে বিবৃত হলো (হিসাব লক্ষ টাকায়) ঃ

বিষয়	নিরীক্ষাবিহীন ত্রৈমাসিক হিসাব			নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব'২০১৫
	মার্চ'২০১৫	জুন'২০১৫	সেপ্টেম্বর'২০১৫	
মোট কর পূর্ব আয়	১৭২	৪২১	৮১৮	৭৮১
আয়কর সঞ্চিতি	৬৩	১৩৯	১৯৮	২১১
কর বাদে মুনাফা	১০৯	২৮২	৬২০	৫৭০
ই.পি.এস	০.২৩	০.৬০	১.৩২	১.২১

লভ্যাংশ ঘোষনা ঃ

অদ্যকার পনেরতম বার্ষিক সাধারন সভায় কোম্পানীর প্রয়োজনীয় সকল সঞ্চিতির ব্যবস্থা রেখে পরিচালক পরিষদ ২০১৫ইং সালে শেয়ারহোল্ডারগনের জন্য ১০% (দশ) শতাংশ নগদ লভ্যাংশের সুপারিশ করছে।

কর্পোরেট সুশাসন ঃ

কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনের জন্য কর্পোরেট সুশাসন এর বিকল্প নেই বিধায় তা' কোম্পানীতে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়েছে ।

কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সুনির্দিষ্ট করার জন্য কোম্পানীতে কর্পোরেট অনুশাসন প্রতিষ্ঠা

অতীব জরুরী এবং আবশ্যক। কোম্পানীতে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে পরিচালনা পরিষদ যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি তা' নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পরিচালকমন্ডলীর অবসর গ্রহন ও পুনঃ নির্বাচন ঃ

উদ্যোক্তা পরিচালক ঃ

কোম্পানীর সংঘবিধির ১১২ নং ধারা অনুযায়ী এবং ১১৩ নং ধারায় উল্লেখিত বিধান মতে পরিচালক পরিষদের সম্মানীত সদস্যগনের মধ্যে নিম্নোক্ত সদস্যগন পনেরতম বার্ষিক সাধারন সভায় পরিচালকের পদ হতে অবসর গ্রহন করবেন।

১) জনাব আবুল বশর চৌধুরী

২) জনাব মোহাম্মদ জামাল উল্যাহ্

৩) জনাব মাহবুবুল আলম

অপরদিকে, কোম্পানীর সংঘবিধির ১১৪ নং ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত তিনজন অবসর গ্রহনকারী উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে পূনঃনির্বাচনের যোগ্য বিধায় তাঁরা ষোলতম বার্ষিক সাধারন সভায় পূনঃনির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন।

কোম্পানীতে পরিচালকগনের লেনদেনের সংশ্লিষ্টতা (Releted Party Transaction)

কোম্পানীর পরিচালকগন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে কোম্পানীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্নিত নিরীক্ষিত হিসাবের ৩৬নং ও সংযুক্তি - B নং Notes এ বিস্তারিত বিবৃত আছে।

পরিচালকগনের প্রাপ্য সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রসঙ্গে ঃ

কোম্পানীর পরিচালক পরিষদে ৯ জন উদ্যোক্তা পরিচালক, ৩ জন জনগনের অংশের শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ও ১জন ইনডিপেনডেন্ট পরিচালক রয়েছেন এবং কোম্পানীর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের একজন সদস্য।

কোম্পানীর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ছাড়া অন্য সকল পরিচালকগন, পরিচালক পরিষদ এর সভা ও সকল প্রকার কমিটির সভায় উপস্থিতিতি সাপেক্ষে বিধিমতে সভার ফি পেয়ে থাকেন। এছাড়া পরিচালক পরিষদের সদস্যগন আর কোন সুবিধাদি তথা বেতন-ভাতা, ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে কোম্পানীর গাড়ী ও অফিস স্পেস ব্যবহার, কোম্পানী হতে বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তি সহ আর কোন আর্থিক সুবিধাদি গ্রহন করেন না। এক্ষেত্রে পরিচালকগন ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানী ও মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার উপর কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তবে কোম্পানীর সংঘ বিধিতে বর্নিত পরিচালক পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী প্রয়োগ ও সম্পাদন করেন।

সাধারন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ঃ

কোম্পানীর সংঘবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান ও বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী জনগনের অংশের শেয়ারহোল্ডারগনের পক্ষের পরিচালক পদ হতে সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড, বে লিজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড, এবং জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন অবসর গ্রহণ করছেন এবং কোম্পানীর পরিচালক পদের যোগ্য বিধায় তাঁরা পূনঃনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।

ইনডিপেনডেন্ট পরিচালক নিয়োগ ঃ

বীমা আইন'২০১০ এর ধারা ৭৬ পরিপালন ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী এবং কর্পোরেট গাইড লাইন্স অনুসরন করে কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদ ২৮শে সেপ্টেম্বর'২০১৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পরিষদের সাতানব্বইতম সভায় গন-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের প্রাক্তন সচিব ও বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিচালনা পরিষদের প্রাক্তন বিকল্প নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির আহমেদ খান-কে কোম্পানীর ইন্‌ডিপেনডেন্ট পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করেন এবং চৌদ্দতম বার্ষিক সাধারন সভায় কোম্পানীর ইন্‌ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসাবে জনাব জাকির আহমেদ খান এর নিয়োগ শেয়ারহোল্ডারগন কর্তৃক বিবেচনা ও অনুমোদন করা হয়।

অপরদিকে, উপরে বর্নিত কর্পোরেট গাইড লাইন্স অনুসরন ক্রমে কোম্পানীতে আরও ইন্‌ডিপেনডেন্ট পরিচালক মনোনয়ন ও নিয়োগের বিয়ষটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষক নিয়োগ ঃ

কোম্পানীর পনেরতম বার্ষিক সাধারন সভায় পিনাকী এন্ড কোম্পানী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল এবং নিয়োগ প্রাপ্ত নিরীক্ষক এর নিয়োগের মেয়াদ অদ্যকার বার্ষিক সাধারন সভা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অদ্যকার সভায় পরবর্তী বার্ষিক সাধারন সভা পর্যন্ত কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে পিনাকী এন্ড কোম্পানী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব সহ তাদের সম্মানী ধার্য্য করার প্রস্তাব পেশ করা হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

২০১৫ইং সালে কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য বিগত বছর সমূহের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয়েছে। পরিচালক পরিষদ পেশাদারিত্ব ও সেবামূলক মনোবৃত্তিতে কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় মহান আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করছে।

অপরদিকে, বীমা গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান সহ তাদের স্বার্থ রক্ষা ও যথাসময়ে বীমা দাবী পরিশোধের লক্ষ্যে যথাযথ পূনঃবীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বীমার দায় গ্রহণ সহ কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ নির্বাহীগন ও অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ উচ্ছসিত প্রশংসা করছে। এছাড়া পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর সম্মানীত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভাকাঙ্খীদের অব্যহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং গন-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রনালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, যৌথ মূলধনী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ এন্ড কমিশন, ঢাকা ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, সি.ডি.বি.এল সহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংক, লিজিং ফাইন্যান্সিং কোম্পানী, সাধারন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী সহ আমাদের সহ- বীমাকারী প্রতিষ্ঠান এবং সকল সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান, সেক্টর কর্পোরেশন ও বেসরকারী সংস্থা সমূহকে তাদের প্রশংসনীয় সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিশেষে কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনে সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারগনের আন্তরিক সমর্থন ও তাঁদের প্রদত্ত দিক নির্দেশনার জন্য কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। এর পাশাপাশি পরিচালক পরিষদ গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের পাশাপাশি কোম্পানীর ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে কোম্পানীর প্রতি শেয়ারহোল্ডারগনের আস্থা সমুন্নত রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

ইউসুফ আবদুল্লাহ্ হারুন এফসিএ
চেয়ারম্যান